বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের স্বীকৃতি উপলক্ষে কক্সবাজার জেলায় গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপনের প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট:

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রস্তাব পাঁচ বছরের প্রাক-উত্তরণ প্রস্তুতিকালসহ চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ভিশন ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ঐতিহাসিক অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজার জেলার লাবণী সৈকতে **‘উন্নয়নের নতুন জোয়ার, বদলে যাওয়া কক্সবাজার’** শীর্ষক উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গণভবন থেকে এ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এছাড়া মূল অনুষ্ঠানের পূর্বে ২৭-২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে জেলার স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কক্সবাজারের মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি এলএনজি টার্মিনাল ও গভীর সমুদ্র বন্দর, দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলওয়ে সম্প্রসারণ, কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণ, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। কক্সবাজারের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে।

৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজারে আয়োজিত “উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন” অনুষ্ঠান

মূল অনুষ্ঠান:

মূল অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখ আনুমানিক রাত ১০.০০ টায় লাবণী সমুদ্র সৈকতে সমুদের প্রবল জোয়ারে অনুষ্ঠানস্থল কিছুটা প্লাবিত হওয়ায় অনুষ্ঠান করা নিয়ে সংশয়ের উদ্রেক হয়। তা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলা পরিষদ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সহায়তায় জিও ব্যাগের

মাধ্যমে বাঁধ দিয়ে এবং প্যান্ডেলের মধ্যে বালি ভরাট করে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের পূর্বেই অনুষ্ঠানস্থলকে অনুষ্ঠানের উপযোগী ও নিরাপদ করা সম্ভব হয়। তবে সকালে অনুষ্ঠানস্থলে জোয়ারের পানি প্রবেশের আশংকা এবং বাঁধ নির্মাণ ও বালি ভরাটের কাজ চলমান থাকবে এ বিবেচনায় প্রথম পর্বের (সকালের) অনুষ্ঠানটি কক্সবাজার জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেই অনুযায়ী সকালের ১ম পর্বের অনুষ্ঠানটি "কক্সবাজার জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে" স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের ১ম পর্বটি সফলভাবে ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের মধ্যে মোট ২৭ জন পৃথকভাবে এবং ২ জন দলগতভাবেসহ মোট ২৯ জন বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ইআরডি'র সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মিজ শরিফা খান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এরপর পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বিষয়ে ডকুড্রামা, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান ও পল্লী সঙ্গীত, বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব আনিসুল হকের সাথে স্কুল শিক্ষার্থীদের সংলাপ, স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পর্ব এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি অনুষ্ঠানের ১ম পর্বটি শিশু-কিশোর ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩১শে মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজারে "উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বক্তব্য রাখছেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন

"উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্বে আয়োজিত স্কুল পর্যায়ের প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন

"উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বেলুন উড়ানোর দৃশ্য

"উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পুরস্কারবিজয়ী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বটি কক্সবাজারের লাবণী সমুদ্র সৈকতে প্রায় ১০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভার্চুয়ালি পৃথকভাবে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি।

কক্সবাজারের লাবণী সমুদ্র সৈকতে আয়োজিত “উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন” অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম পি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ২৫ জন শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। অতঃপর অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন। এরপর কক্সবাজার জেলার সাম্প্রতিক উন্নয়ন অগ্রগতির চালচিত্র তুলে ধরে “জোরসে চলো বাংলাদেশ” শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এর পরপরই দর্শক সারি হতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মঞ্চে উপনীত হয়ে স্থানীয় উন্নয়ন সুবিধাভোগীদের কয়েকজন প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্থানীয় সুবিধাভোগীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা স্থানীয় উন্নয়নের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি জনাব ড. আহমদ কায়কাউস এই পর্বটি সঞ্চালনা করেন। এরপর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা জানিয়ে “ও জোনাকী” শীর্ষক গানের ভিডিও চিত্রায়ন পরিবেশন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি তাঁর মূল্যবান ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পরিবেশন করেন। অতঃপর দেশবরেণ্য নৃত্যশিল্পী শিবলী মোহাম্মদ এবং শামীম আরা নীপার নেতৃত্বে ‘একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার’ শীর্ষক গানের সাথে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

এরপর ৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড আতশবাজি প্রদর্শিত হয় যা উপস্থিত সকলে উপভোগ করে। সবশেষে প্রখ্যাত সঙ্গীত দল চিরকুট এবং ফুয়াদ এন্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে।

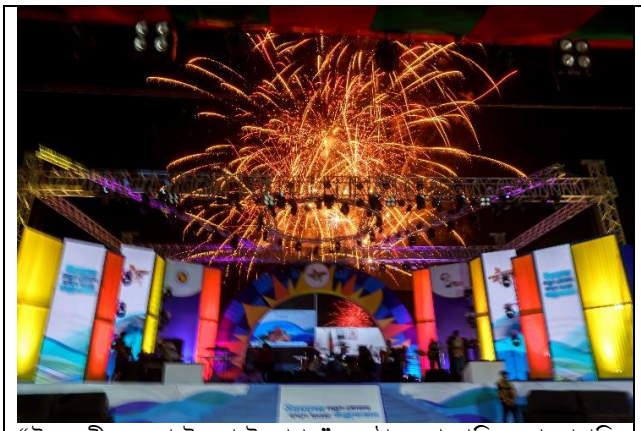

"উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানে আয়োজিত আতশবাজি প্রদর্শনী

"উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন" অনুষ্ঠানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পর্বের অংশবিশেষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা ধরে রেখে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন "আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এই মর্যাদা ধরে রেখেই আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারি যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল"। তিনি আরও বলেন,"বাংলাদেশকে আর কেউ পিছনে টানতে পারবেনা। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।" অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি বলেন,"যে পাকিস্তান শোষণের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল রাষ্ট্র পরিচালনায় গত এক যুগে আর্থসামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করেছে"।

উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলার লাবণী সৈকতে দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইআরডি'র সচিব মহোদয় ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে i) সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ii) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ iii) সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন iv) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় v) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় vi) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় vii) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ viii) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ix) সভাপতি, এফবিসিসিআই উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, কক্সবাজারের বিভিন্ন আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, কক্সবাজার জেলা প্রশাসনসহ জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের প্রধানগণ অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত অনুষ্ঠানে এক আনন্দমুখর পরিবেশে কক্সবাজারের জন্য গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সকলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যটি খুবই আগ্রহ সহকারে শুনেছেন এবং গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

মূল অনুষ্ঠানের আনুষাঙ্গিক আয়োজনসমূহঃ

অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থাপিত মুজিব কর্ণারটি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে প্রদর্শন করা হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিদর্শনার্থী কর্নারটি পরিদর্শন করেন। এছাড়া, কক্সবাজারের লাবণী সমুদ্র সৈকতে মূল অনুষ্ঠানস্থলে একটি উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যথাঃ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, কক্সবাজার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং স্থানীয় এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো

এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। মোট স্টলের সংখ্যা ছিল ২১ টি। মেলার স্টলগুলোতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলো কর্তৃক সুসজ্জিত করা হয় এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, ভিডিও, তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত পোস্টার, পুস্তিকা, লিফলেট, 3D Replica, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানস্থলে আয়োজিত উন্নয়ন মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ

অনুষ্ঠানস্থলে আয়োজিত উন্নয়ন মেলার একাংশ

এছাড়া অনুষ্ঠানস্থলে অপরাহ্নে ঘুড়ি উড়ানো উৎসবের আয়োজন করা হয়। রং বেরংয়ের ৮০ টি ঘুড়ি আগত দর্শনার্থীদের এবং বিপুল পরিমান দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। মূল অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে বিভিন্ন উন্নয়ন সম্পর্কিত ৬টি বালুর ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। বালুর ভাস্কর্যসমূহ দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে লাবণী সমুদ্র সৈকতে ঘুড়ি উড়ানো উৎসবের আয়োজনে করা হয়

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে লাবণী সমুদ্র সৈকতে প্রস্তুতকৃত বালুর ভাস্কর্য

এছাড়া, উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে সমগ্র কক্সবাজার জেলাকে ব্রান্ডিং-এর আওতায় এনে সুসজ্জিত করা হয়। কক্সবাজার শহরের ডলফিন মোড় হতে এয়ারপোর্ট এলাকা এবং লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন স্থলে উন্নয়নের তথ্য সম্বলিত সিটি ব্যান্ডিং দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এছাড়াও লাবণী পয়েন্ট, ডলফিন মোড় এবং বিভিন্ন এলাকার মোড়ে মোড়ে অনুষ্টানের তথ্য সম্বলিত মাইকিং করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত শিশু-কিশোরসহ অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য লোগো সম্বলিত টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা ব্যানারে সুসজ্জিত করা হয়

স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা লাভের উদ্দেশ্যে মূল অনুষ্ঠানের পূর্বের দিন কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি প্রেস ব্রিফিং-এর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যম,পত্রপত্রিকা ও টি ভি চ্যানেলের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত প্রেস ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রেস রিলিজ বিতরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে, পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি ব্যাপক প্রচারণা প্রচারণা লাভ করে। উক্ত অনুষ্ঠানটি একযোগে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড- ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমনঃ ইআরডি-এর ফেসবুক ও ইউটিউবে পেইজে সম্প্রচারিত হয়েছে।

মূল অনুষ্ঠানের আগের দিন ৩০ শে মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য রাখছেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মজ ফাতিমা ইয়াসমিন

সারবিকভাবে গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজার জেলার লাবণী সৈকতে আয়োজিত **'উন্নয়নের নতুন জোয়ার, বদলে যাওয়া কক্সবাজার'** শীর্ষক অনুষ্ঠানটি কক্সবাজারের স্থানীয় পর্যায়ের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করে সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হতে আগত অতিথিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানটিকে একটি চমৎকার সময়োপযোগী অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভবিষ্যতে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করে এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজন দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

উক্ত অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্র ও তথ্যচিত্র সম্বলিত একটি অমনিবাস এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।